ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ": কেমন গণমাধ্যম চাই!

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা–গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, ন্যায়বিচার, নির্ভীক মতপ্রকাশ, অবাধ চিন্তা ও বাক্ স্বাধীনতা নিশ্চিতের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এই শর্তটির ব্যত্যয় ঘটলে, কী হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পরাজিত কর্তৃত্ববাদী সরকার। যদিও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ইস্যু আমাদের দেশে নতুন কোনো বিষয় নয়, তবে বিগত সরকারের আমলে এটা এটতাই নির্লজ্জ ও আত্মঘাতী আকার ধারণ করেছিলো, যা অতীতের সকল দৃষ্টান্তকে হার মানিয়েছে। এই সময় শুধু গণমাধ্যমের দলীয়করণই সম্পূর্ণ হয়নি এটিকে পুরোপুরি ক্ষমতাসীনদের মর্জিমাফিক তথ্য পরিবেশন তথা স্বার্থরক্ষা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতিসহায়ক এবং কর্তৃত্ববাদ বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পরিণত করা হয়েছিলো। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির গণমাধ্যম ব্যবস্থা তৈরিতে শুধু দলীয় লোকদের গণমাধ্যমের অনুমতি দেওয়া, মুক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনামূলক এবং বিরোধী মতের গণমাধ্যমকে হেনেস্তা বা বন্ধ করে দেওয়া এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে এ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিলো।

পাশাপাশি "আস্থাভাজন" সাংবাদিকদের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা দেওয়া এবং "অবাধ্যদের" শায়েস্তা করতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অফিসে "চায়ের দাওয়াত" হামলা-মামলা, "সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া" এবং "এনবিআরের মাধ্যমে মালিকদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা তৈরি" যেটিকে পলিটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টালাইজেশন অব মিডিয়া হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায়।[১] যার ফলাফলও হয়েছে মারাত্মক, গত ১৪ বছরে মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৪২ ধাপ অবনতি ঘটেছে। গণতন্ত্র, জনসাধারণের বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অনুপস্থিতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, সুশাসনের চরম অবনতি, দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অর্থপাচার ও লুটেরাতন্ত্র আমাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে। তবে এটাও সত্য যে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্তৃত্ববাদী সরকারের অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে–সেখানেও গণমাধ্যমের সাহসী ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য।

কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের মধ্য দিয়েই আমরা যে একটি বৈষম্যমুক্ত, বাক্, মত ও চিন্তার স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদানকারী একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি বা অর্জন করেছি, তা কিন্তু নয়। স্বৈরাচার হঠানো আন্দোলনের একটিমাত্র দিক, কিন্তু এখান থেকে একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ-কাঠামো বিনির্মাণ ততোধিক কঠিন। সাম্প্রতিক সময়ে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার অপচেষ্টা, নির্বিচারে মামলা. ব্যক্তিগত ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে হেনস্তার উদ্দেশ্যে স্বার্থান্বেষী মহলের অপতৎপরতা আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত "নতুন বাংলাদেশ"–এর অভীষ্ট অর্জনে মুক্ত গণমাধ্যম অন্যতম পূর্বশর্ত।

কর্তৃত্ববাদের দোসরদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিচার করতে হবে। কিন্তু ঢালাওভাবে হত্যা মামলা একদিকে ন্যায়বিচারের পরিপন্থি অন্যদিকে সার্বিকভাবে গণমাধ্যম খাতের জন্য হুমকি স্বরূপ। কর্তৃত্ববাদের দোসর ও আন্দোলনের বিরোধিতা করার অভিযোগে ঢালাওভাবে ১৬৭ জন সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। অনেক সাংবাদিককে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে, রাতারাতি গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা কারণ ছাড়াই গণমাধ্যমের শীর্ষপদে পরিবর্তন ঘটছে। মতাদর্শিক ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে অনেককেই "ট্যাগিং" করা হচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব হতে বাধ্য।

[১] চ্যালেঞ্জেস টু মিডিয়া ফ্রিডম ইন ইলেকেশনা রিপোর্টিং ইনবাংলাদেশ"- সাইফুল আলম চৌধুরী- গবেষনা অভিসর্ন্দভ- সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বিভিন্ন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে সামাজিকমাধ্যমসহ বিভিন্নভাবে বিষেদগার, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে!

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা সমুন্নত রাখার কথা বলছেন। সাংবদিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণে আট সদস্যের কমিটি গঠন; সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মামলা প্রত্যাহারের ঘোষণা এবং "গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন" গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, গণমাধ্যমকে "পোষ্য" বা স্বার্থরক্ষায় ঢাল হিসেবে বিবেচনা করার যে মজ্জাগত সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে, তার সংস্কার কী সম্ভব হবে! উপরন্তু সাংবাদিকদের পেশাগত নানা জটিলতা, চ্যালেঞ্জ, অসন্তুষ্টির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের ঘাটতি এবং পেশাদারিত্বের অভাব গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে আরো কঠিন করে তুলছে।

গণমাধ্যমের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে–

ক. আইন ও নীতিকাঠামো

- বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের জন্য ৫০টি আইন ও নীতিমালা রয়েছে। যার প্রায় প্রতিটি সুস্থ সাংবাদিকতা বিকাশে কিছু কিছু সুযোগ সৃষ্টি করলেও, অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার স্বার্থে এ সকল আইন, নীতি ও বিধিমালা যথাযথ পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনে নতুন সমন্বিত গণমাধ্যম আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমানগুলো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- গণমাধ্যমের মালিকানা বা লাইসেন্স সংক্রান্ত নীতি-কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে দলীয় ও গোষ্ঠী স্বার্থ দেখে লাইসেন্স বা প্রকাশনার অনুমতি দেয়ার প্রথা বন্ধ করা যায়। একইভাবে স্বার্থের বিপরীতে গেলে লাইসেন্স স্থগিত বা সম্প্রচার বন্ধ করার প্রবণতা চিরতরে রুদ্ধ করতে হবে।
- পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইনসহ গণমাধ্যমের নতুন নতুন ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যমান "প্রেস কাউন্সিলের" পরিবর্তে একটি স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সাংবাদিকদের এক্রিডিটেশন কার্ড প্রাপ্তি ও বাতিল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। এটি যেন দলীয় বিবেচনা বা ক্ষমতাশীলদের স্বার্থরক্ষায় কোনোভাবেই সচিবালয়ে সাংবাদিক প্রবেশ ঠেকানোসহ বিভিন্ ধরনের হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।
- নাম সর্বস্ব গণমাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপণ বরাদ্দের তুঘলকি কর্মকাণ্ড বন্ধে ডিএফপির নীতিমালাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে।
- বিটিভি, বেতার ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে একপাক্ষিক সরকারি প্রচারযন্ত্র হবার সুযোগ বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিশ্চিত করতে না পারলে জনগণের অর্থে এ সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করাই শ্রেয়।

খ. নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

- অবিলম্বে দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য ভয়ডরহীন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- পতিত সরকারের দোসর অভিযোগে "উইচ হান্টিং" করে সাংবাদিক হয়রানির চলমান চর্চা অবিলম্বে বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। হুমকি-ধামকির মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের প্রয়াস বিগত ক্ষমতাকাঠামোর জনবিরোধী চর্চার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- গণমাধ্যমের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ ও হুমকি-হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যমসহ সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে "মব জাস্টিস" কঠোরভাবে দমনে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- আইসিটি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার সিকিউরিটি আইনের অধীনে গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে করা সব মামলা প্রত্যাহার; সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাসহ সব হত্যাকান্ড ও নির্যাতনের বিচার।

গ. পেশাগত উৎকর্ষতা

- গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য অভিন্ন ওয়েজ বোর্ড প্রণয়ন ও নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সাংবাদিকতার ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চা নিশ্চিতের জন্য গণমাধ্যম খাতের নিজস্ব উদ্যোগে গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত নিরপেক্ষতা ও নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মালিকপক্ষের স্বার্থ, কর্পোরেট পুঁজি, রাজনৈতিক প্রভাব ও দলীয় পক্ষপাতমুক্ত গণমাধ্যম চর্চা বিকাশের লক্ষ্যে এ খাতের নিজস্ব উদ্যোগে মানবসম্পদ ও সম্পাদকীয় নীতিমালা, পেশাগত ও নৈতিক মানদণ্ড নিরূপণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

ঘ. সাংবাদিক সংগঠন ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের করণীয়

- গণমাধ্যমকর্মীরা যাতে চাকরির নিশ্চয়তা, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং সকল প্রকার চাপ ও প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত থেকে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানে সাংবাদিক সংগঠনসমূহকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।
- গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সার্বিক স্বচ্ছতা, আয়-ব্যয় এবং বিনিয়োগের উৎস, কর্মীনিয়োগ, বেতনকাঠামো এবং ওয়েজবোর্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ভালো মানের সাংবাদিকতার জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষ, লজিস্টিক ও সক্ষমতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
- গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনের সক্ষমতা, কর্মতৎপরতা ও পারস্পারিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় গভীরতর ও ব্যাপকতর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।